দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করছেন —দৈনিক বাংলা

অধিকাংশ বই শিক্ষকদের কাছে

ঢাকা ভার্সিটি লাইব্রেরী ঃ লেখাপড়ার সুযোগ ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে

মাহমুদুল ইসলাম ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী। বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-দুর্লভ পত্র-পত্রিকার ভান্ডারটি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যাশার সবটুকু পূরণ করতে পারছে না। বইপত্র সংগ্রহের পরিমাণ সন্তোষজনক যদিও, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। এ অভিযোগ ও ক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রীদের।

কলা ভবনের পূব দিকে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউতে লাইব্রেরী চত্বর ছাত্র-ছাত্রীদের আড্ডা দেয়ারও জায়গা। বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৩২ নম্বর ওয়ার্ড ছিল একসময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী। ষাট দশকের মধ্য-ভাগে তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাই-ব্রেরীর পাশে নতুন ভবনে এটি স্থানান্তরিত হয়।

পরে অবশ্য পাবলিক লাইব্রেরী সরিয়ে নেয়া হয় শাহবাগে নিজস্ব ভবনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী পুরনো ভবনটি পায়। বিজ্ঞান লাইব্রেরী অবশ্য আলাদা। সেটির অবস্থান দোয়েল চত্বরের উল্টো দিকে।

লাইব্রেরীতে লোক প্রশান বিভাগের একজন ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হল। নিজের নাম পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রটি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, লাইব্রেরীতে নতুন বই আসার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকরা তা তুলে নেন। ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ বই-ই থাকে তাদের দখলে। এতে লাইব্রেরী থেকে রেফারেন্স বই পেতে ছাত্র-ছাত্রীদের দারুণ বেগ পেতে হয়। শিক্ষকরা বই তুলে নেয়ার পর যদি কোন বই লাইব্রেরীর সংগ্রহে থাকে তা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যায়।

প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ের একাধিক বই লাইব্রেরীতে থাকে। বিষয়ভিত্তিক একাধিক বই লাইব্রেরীতে থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের বইয়ের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। লাইব্রেরীতে সংগৃহীত বেশীরভাগ বই শিক্ষকরা তুলে নেন বলে লাইব্রেরী সূত্রেও জানা গেছে। কোন ছাত্র-ছাত্রী লাইব্রেরী থেকে একটা বই তুললে সহ-পাঠীরা মিলে তা ফটোকপি করে নেন। ফটোকপি বাবদ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিমাসে তিন-চারশ' টাকা খরচ হয় বলে ছাত্র-ছাত্রীরা জানান।

লাইব্রেরী সূত্র জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় লাইব্রেরীতে এ বছর ৩০ জুন পর্যন্ত বইয়ের সংখ্যা ৫ লাখ ৪৪ হাজার ৩শ ১৪টি, সাময়িকীর সংখ্যা ৬৬ হাজার ৫শ' ৩৪ এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৪শ'।

লাইব্রেরীতে বই সংগ্রহের সংখ্যা প্রচুর মনে হলেও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক জরুরী বইও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহের জন্য প্রতি বছর যে পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করা হয় তা অপ্রতুল বলে লাইব্রেরী সূত্র জানান। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বই কেনার জন্য '৯৪ লাখ ৫ হাজার টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। গত বছর এর পরিমাণ ছিল ৯১ লাখ ৯০ হাজার টাকা।

লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ অবশ্য স্বীকার করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে পাশাপাশি নতুন নতুন ইনস্টিটিউটও হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এবং আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা ব্যব-স্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গেলে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বই কেনার বাজেট আরো বাড়ানো দরকার।

সূত্র বলেন, লাইব্রেরী থেকে বই তুলে নেয়া এবং ফেরত দেয়ার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকরা লাইব্রেরীর প্রচলিত নিয়ম-নীতি মেনে চললে উভয়ের জন্যই তা কল্যাণকর হবে। লাইব্রেরীতে বই ফেরত দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষকদের চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী নিয়মতান্ত্রিক।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কলা, আইন, বাণিজ্য, সমাজকল্যাণও গবেষণা ইন্স-টিটিউটের ৪২৯ জন শিক্ষক গত বছর আগস্ট পর্যন্ত ১১শ' বই লাইব্রেরী থেকে নিয়েছেন। ফেরত দিয়েছেন ৮শ' বই। এখনো পর্যন্ত ৩শ' বই লাইব্রেরীতে জমা পড়েনি। অনেক শিক্ষক আছেন যারা লাই-ব্রেরীতে বই জমা না দিয়ে বিভিন্ন দেশে গবেষণা করতে চলে গেছেন। কেউ কেউ চাকরিও করছেন বিদেশে। এমন শিক্ষকের সংখ্যা কত তা লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ জানাতে পারেননি। জানা গেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভা-গের একজন শিক্ষক ৮১ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকরি নিয়ে ওয়াশিংটনে চলে যান লাইব্রেরীতে বই জমা না দিয়েই বই ফেরত দেয়ার জন্য সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশনে চিঠি পাঠিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লাইব্রেরীতে বই ফেরত না দিলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে চক্র-বৃদ্ধি হারে জরিমানা আদায় করা হয় কিন্তু শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম নেই।

ছাত্র-ছাত্রীরা এক সঙ্গে একটির বেশী বই নিতে পারেন না। বই নেয়ার ৭ দিনের মধ্যে লাইব্রেরীতে ফেরত দেয়ার নিয়ম। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ফেরত না দিলে প্রথম ১৪ দিন ১ টাকা পরবর্তী ১৪ দিন ২ টাকা এভাবে জরিমানা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বই ফেরত না দিলে শিক্ষকদের জন্য মাত্র এক টাকা জরিমানা নির্দিষ্ট করা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, লাই-ব্রেরীর বইয়ের পাতা কাটার যে প্রবণতা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিল তা এখন অনেকটা কমে গেছে। কোন বইয়ের পাতা কাটা থাকলে লাইব্রেরী বিভাগের কর্ম-চারীরা অন্য বই থেকে তা ফটোকপি করে জোড়া লাগিয়ে দেন।